Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 22:29 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

২৫ কার্তিক ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ১২ নভেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৬৩০ সংখ্যা ।। ৮পাতা



প্রকাশ্যে মিমির বিয়ের কার্ড, পোষ্যদের সঙ্গে বর-কনের ছবি!



অতীতে বাজি পোড়ালে মরত কীটপতঙ্গ, বিশুদ্ধ হত পরিবেশ', বৈজ্ঞানিক ব্যখ্যাও দিলেন ভাগবত

হোয়াইট হাউসের কাছে বন্দুকবাজের এলোপাথাড়ি গুলি! মৃত ১



শীঘ্রই 'ধ্বংস' হবে মারণ ক্যানসার, মুছে যাবে বহু কঠিন অসুখ! চাবিকাঠি লুকিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায়



রোগ সারাতে বাড়ছে যন্ত্রের গুরুত্ব! দেশের প্রথম আইআইটি হিসাবে খ ড়গপুরে শুরু চিকিৎসার পাঠ



অবৈধ বালিখাদানগুলিকে বৈধ করব!

বাঁকুড়ার মঞ্চ থেকে বড় ঘোষণা শুভেন্দুর

বাঁকুড়া ঃ রাজ্যের অবৈধ বালিখাদান এবং সেই কারবার ঘিরে আর্থিক অনিয়ম রুখতে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বাঁদনা পরব উপলক্ষে বাঁকুড়ার রাইপুরে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে তিনি জানিয়ে দিলেন, রাজ্যের অবৈধ বালিখাদানগুলিকে বৈধ করার পথে এগোবে সরকার। তাঁর বক্তব্য, অবৈধভাবে বালি তোলার কারবার বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি বালির দাম যাতে অস্বাভাবিকভাবে না বাড়ে এবং সেই কারবার থেকে সরকারি রাজস্ব আদায় হয়, তা নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য। এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাইপুরের মঞ্চ থেকে বাঁকুড়াবাসীকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও অবৈধ বালিখাদান চলতে দেওয়া হবে না। বর্তমানে যে সমস্ত বালিখাদান অবৈধভাবে চলছে, সেগুলিকে বৈধ করার ব্যবস্থা করবে সরকার, যাতে বালির দাম না বাড়ে। তাঁর দাবি, এতদিন অবৈধ বালিখাদানের মাধ্যমে বিপুল অর্থের লেনদেন হয়েছে। সেই টাকা সরকারের কোষাগারে না গিয়ে কিছু অসাধু ব্যক্তির পকেটে গিয়েছে। আগের সরকারের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে শুভেন্দু বলেন, অবৈধ বালিখাদানের টাকা বিগত সরকারের চোরেদের পকেটে গিয়েছে। এবার সেই কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সরকারি রাজস্ব নিশ্চিত করা হবে। বালিখাদানকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যে নানা অভিযোগ রয়েছে। কোথাও অনুমতি ছাড়া বালি তোলা, কোথাও নদীর স্বাভাবিক গতিপথের পরিবর্তন, আবার



কোথাও বালির দাম বৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। নির্মাণকাজের ক্ষেত্রেও বালির দাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে এই কারবারে স্বচ্ছতা আনা গেলে একদিকে যেমন সরকারি রাজস্ব বাড়তে পারে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ কমানোর সুযোগও তৈরি হতে পারে। তবে অবৈধ খাদানগুলিকে বৈধ করার ক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্য, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ এবং আইন মেনে খনন হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত জরুরি। এদিন শুধু বালিখাদান নয়, জঙ্গলমহলের উন্নয়ন নিয়েও একাধিক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বামফ্রন্ট ও তৃণমূল;দুই সরকারের আমলেই জঙ্গলমহল বঞ্চনার শিকার হয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দেবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আদিবাসী ও মূলবাসীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমে জঙ্গলমহলের উন্নয়নে বড় অঙ্কের অর্থ খরচের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, গত আর্থিক বছরে আগের সরকার পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমে মাত্র ৬ কোটি টাকা খরচ করেছিল। অন্যদিকে, তাঁর সরকার আট মাসের বাজেটেই ১২০০ কোটি টাকা খরচ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই অর্থে জঙ্গলমহলের পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং স্থানীয় উন্নয়নের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে বলে জানান তিনি। নদী, জল, জঙ্গল ও পাহাড়ের পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিও এদিন গুরুত্ব পায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে। তিনি জানান, সরকারি জমিতে পরিবেশবান্ধব শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কোনও শিল্প যাতে পরিবেশের ক্ষতি না করে, সেদিকে নজর রাখা হবে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত জমির মালিকেরা স্বেচ্ছায় জমি দিতে চাইলে সরকার উপযুক্ত মূল্য দিয়ে সেই জমি কিনবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

বাঁকুড়ার ঐতিহ্য ও উন্নয়নের জন্য গঠিত বিভিন্ন বোর্ডের বরাদ্দ ১০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ কোটি টাকা করা হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। ডিসেম্বরের মধ্যেই ঐতিহ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলির গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েও বক্তব্য রাখেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাঁকুড়া জেলার ২৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৭২৫ জনের মধ্যে ১৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪৩৬ জনকে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড দেওয়া হয়েছে। এই কার্ডের মাধ্যমে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ মিলবে। যাঁরা আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের আওতায় আসবেন না, তাঁদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পের সুবিধার কথাও তুলে ধরেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দেশের ৩৮ হাজার হাসপাতালে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে।

বালিখাদান নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে জঙ্গলমহলের উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা;সব মিলিয়ে বাঁকুড়ার মঞ্চ থেকে একাধিক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে অবৈধ বালিখাদান বৈধ করার প্রক্রিয়া কীভাবে, কোন নিয়মে এবং পরিবেশের ক্ষতি না করে বাস্তবায়িত হবে, এখন সেদিকেই নজর থাকবে। কারণ উন্নয়নের পাশাপাশি নদী ও প্রকৃতিকে রক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

অভিষেকের বাড়ির সামনে বুলডোজার!

ভেঙে সরানো হল অস্থায়ী ছাউনি

কলকাতা ঃ সাতসকালে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির সামনে বুলডোজার চালিয়ে সরিয়ে দেওয়া হল অস্থায়ী ছাউনি। খুলে নেওয়া হল লোহার গেট, বাতিস্তম্ভও। কলকাতা পুরসভার এই অভিযানে একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল কালীঘাট রোডের ফুটপাতের ওই অংশ। রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই কাঠামো সরাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে নামে পুরসভার কর্মীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। পুরসভার এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, ফুটপাত দখলমুক্ত করার উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়েছেন বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগে জেড প্লাস নিরাপত্তা পেতেন। সেই সময় তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীদের বসার এবং থাকার সুবিধার জন্য বাড়ির সামনে ওই অস্থায়ী ছাউনি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। সেই কারণেই সেটি সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও ছাউনিটি তৈরির অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ফুটপাতের জায়গা দখল করে দীর্ঘদিন ধরে ওই অস্থায়ী নির্মাণ রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। ছাউনিটি কার উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল, তা নিয়েও রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। কালীঘাটের তৃণমূলের একাংশের দাবি, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটির তরফেই ওই অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। একসময় সেখানে পুলিশকর্মী, নিরাপত্তারক্ষী এবং অভিষেকের অনুগামীরা বসতেন। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই জায়গাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে রাস্তা চলাচলে সমস্যা তৈরি হত। তাঁদের দাবি, কখনও জন্মদিন পালনের আয়োজনও করা হয়েছে সেখানে। সেই সময় কেক কাটা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের কারণে রাস্তা আটকে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হত বলেও অভিযোগ করেছেন পটুয়াপাড়ার বাসিন্দারা। ছাউনি সরানোর কাজ অবশ্য একদিনে শেষ হয়নি। আগের দিন থেকেই শুরু হয়েছিল কাঠামো খোলার প্রক্রিয়া। পরে পুরসভার কর্মীরা গ্যাস কাটার ব্যবহার করে লোহার অংশ কেটে খুলে ফেলেন। সরিয়ে দেওয়া হয় গেট এবং বাতিস্তম্ভও। ভাঙা কাঠামোর অংশ ও অন্যান্য আবর্জনা তুলে নিয়ে যেতে একের পর এক পুরসভার গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দ্রুত পরিষ্কার করা হয় গোটা এলাকা। অভিযানের শেষে ফুটপাতের ওই অংশ অনেকটাই ফাঁকা হয়ে যায়। স্থানীয়দের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন ধরে যে জায়গা অস্থায়ী কাঠামোর দখলে ছিল, তা এবার সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য খুলে গেল। পুরসভার এই পদক্ষেপের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 22:29 Page 2

ভূপেন হাজারিকা

গান যাঁর কাছে মুক্তির ভাষা

কানাই দাস

সংগীত কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়। কখ নও কখনও সংগীত হয়ে ওঠে মানুষের কথা বলার ভাষা, প্রতিবাদের অস্ত্র, বঞ্চিত,লাঞ্ছিত অবহেলিত, নিরাশ্রয় মানুষের আশ্রয় এবং মুক্তির স্বপ্ন দেখার অবলম্বন। যে গান মানুষের দুঃখ, কষ্ট, ভালোবাসা, অধিকার ও বেঁচে থাকার লড়াইকে তুলে ধরে, সেই গান সময়ের গণ্ডি অতিক্রম করে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে এমনই এক কালজয়ী নাম ভূপেন হাজারিকা। তাঁর কাছে গান নিছক সুরের খে লা ছিল না। গান ছিল সমাজকে দেখা, মানুষকে চেনা এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু অন্তরে ছিল অসমের জাতি, মাটি ভেটিকে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা। এ হেন মহামানবের সাক্ষাৎ দর্শন হয়েছিল অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষণাকালীন।ভূপেন হাজারিকা ১৯২৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর অসমের সদিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। অসমের প্রকৃতি, ব্রহ্মপুত্রের বিশালতা, লোকজজীবন এবং সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ - বেদনা, তাঁর সংগীতচেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। মাত্র দশ বছর বয়সে গান লেখা ও গাওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর সংগীতজীবনের সূচনা। পরবর্তী সময়ে তিনি কেবল একজন গায়ক হিসেবেই পরিচিত হননি, তিনি গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও চিন্তাশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।অসমীয়া সংগীতের জগতে ভূপেন হাজারিকার অবদান এক কথায় অসাধারণ। অসমের লোকসংগীত, লোকজজীবন, নদী, ঘাট, মাঠ ,পথার, ও তার প্রকৃতি , সেখানকার মানুষের জীবন সংগ্রামকে তিনি আধুনিক সংগীতের ভাষায় তুলে ধরেছিলেন। তাঁর গানে অসমের মাটি, ভেটি ও মানুষের গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর সংগীত কখনও কেবল অসমের , আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আটকে থাকেনি। তিনি স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে এমন এক সর্বজনীন ভাষা দিয়েছিলেন, যা বাংলাভাষী মানুষ থেকে শুরু করে ভারতের বিভিন্ন ভাষার শ্রোতার হৃদয়েও পৌঁছে গেছে।অসমীয়া ভাষায় তাঁর 'মানুহে মানুহৰ বাবে' গানটি মানুষের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতার এক অসাধারণ প্রমাণ ।দলিল ও বটে। মানুষ যদি মানুষের পাশে না দাঁড়ায়, তবে সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়-এই সহজ অথচ গভীর সত্যই গানটির মূল কথা। এই ভাবনারই বাংলাই রূপ 'মানুষ মানুষের জন্য - জীবন জীবনের জন্য ' । গানটি আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার মনুষ্যত্ব। ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা কিংবা সামাজিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে ভালোবাসার যে আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন, তা আজও সমানভাবে বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিক। যখন সমাজে বিভাজন, বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা বাড়ে, তখন এই গান নতুন করে আমাদের ভাবতে শেখায়, ভাবতে বাধ্য করে।ভূপেন হাজারিকার সংগীতে নদীও এক বিশেষ চরিত্র। অসমের ব্রহ্মপুত্র তাঁর কাছে কেবল একটি নদী ছিল না, ছিল মানুষের জীবন, সভ্যতা, ইতিহাস ও বেদনার প্রতীক। তাঁর 'বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে' গানটি সেই ভাবনারই এক অসামান্য প্রকাশ। বাংলা ভাষায় 'বিস্তীর্ণ দুপারে' গানটির মধ্য দিয়ে সেই একই প্রশ্ন ও যন্ত্রণা বাংলার শ্রোতাদের কাছেও পৌঁছে যায়। নদীর দুই পারে এত মানুষ, এত জীবন, এত দুঃখ-কষ্ট, জীবন সংগ্রাম ,তবু মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে না কেন? উন্নয়নের এত গল্পকথা, অথচ সাধারণ মানুষের দুঃখ দূর হয় না কেন? এই প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে তাঁর গানের সামাজিক চেতনা, সমাজ চেতনা। নদীকে কেন্দ্র করে তিনি আসলে মানুষের জীবন ও সমাজব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলেছিলেন।বাংলা সংগীতের সঙ্গে ভূপেন হাজারিকার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। তিনি বাংলা ভাষাকে শুধু অন্য একটি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেননি, বরং বাংলার আবেগ, সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও সংগীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করেছিলেন তার প্রতিটি লোমকূপে । তাঁর কণ্ঠে 'মানুষ মানুষের জন্য', 'বিস্তীর্ণ দুপারে', 'গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা' কিংবা 'আমি এক যাযাবর' কেবল জনপ্রিয় গান হয়ে থাকেনি, বাংলা সংগীতের জগতে শ্রোতাদের কাছে বিশেষ আবেগের সম্পদ হয়ে উঠেছে। তাঁর বাংলা গান শুনলে বোঝা যায়, ভাষা আলাদা হলেও মানুষের অনুভূতির জগৎ কতটা কাছাকাছি হতে পারে, তা তাঁর প্রত্যেকটা গানের মধ্যে সমানভাবে ফুটে উঠেছিল ।বিশেষ করে 'গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা' গানটি দুই বাংলার মানুষের আবেগকে এক সূত্রে বাঁধে। গঙ্গা ও পদ্মা , কিংবা ব্রহ্মপুত্র দুটি নদী, একটি নদ হলেও



তাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুই বাংলার মানুষের জীবন, সংস্কৃতি ও অসংখ্য স্মৃতি। ভৌগোলিক সীমারেখা মানুষকে আলাদা করতে পারে, কিন্তু নদী ও সংগীতের আবেগকে সহজে আলাদা করা যায় না। ভূপেন হাজারিকা এই সত্যটিকে তাঁর গানের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সংগীত যা অসম ও বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও নিবিড় করেছে।অসমীয়া ও বাংলা সংগীতের তুলনামূলক আলোচনায় ভূপেন হাজারিকার বিশেষত্ব এখানেই যে, তিনি দুই ভাষার সংগীতজগতের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করেছিলেন। অসমীয়া গানের লোকজ সুর, আঞ্চলিক জীবনবোধ, জীবনরসসিকের রসবোধ ও প্রকৃতির সঙ্গে বাংলার কাব্যিক আবেগ ও সংগীত ঐতিহ্যের এক সুন্দর মিলন ঘটেছিল তাঁর সৃষ্ট গানের ভুবনে । তিনি প্রমাণ করেছিলেন, সংগীতের প্রকৃত শক্তি ভাষার সীমাবদ্ধতার মধ্যে নয়, মানুষের অনুভূতির গভীরতার মধ্যে। একই ভাবনা কখনও অসমীয়ায়, কখনও বাংলায় প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু তার মানবিক আবেদন প্রত্যেকটা গানের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থেকেছে।তাঁর কণ্ঠে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল । গভীর, অথচ মুক্ত মনের মানুষের সেই আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বর শ্রোতাকে সহজেই আকৃষ্ট করত। তিনি গানের প্রতিটি শব্দকে যেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে উচ্চারণ করতেন। ফলে তাঁর গান কেবল কানে শোনা হতো না, অনুভব করা হতো। তাঁর গানে যেমন প্রেম ও প্রকৃতি রয়েছে, তেমনই রয়েছে শ্রমজীবী খেটে খ াওয়া সাধারণ মানুষের কথা, শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সামাজিক বৈষম্যের প্রশ্ন এবং মানবিক মর্যাদার অসংখ্য দাবি ।তাঁর সংগীতজীবনের বিস্তার চলচ্চিত্রেও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অসমীয়া, বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে তিনি সংগীত পরিচালনা করেছেন। চলচ্চিত্রের গানের মধ্য দিয়েও তিনি আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবনকে বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। 'রুদালি' ছবির 'দিল হুম হুম করে' গানটি তাঁর সুরসৃষ্টির এক স্মরণীয় উদাহরণ। বাংলা ও অসমীয়া সংগীতের পরিচিত পরিসর ছাড়িয়ে তাঁর সুর যে সর্বভারতীয় শ্রোতার কাছেও পৌঁছতে পারে, তার প্রমাণ এইসব সৃষ্টিরাজী।ভূপেন হাজারিকার গানকে শুধু জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে বিচার করলে তাঁর প্রকৃত গুরুত্ব বোঝা যাবে না। তিনি এমন সময়ে মানুষের কথা বলেছেন, যখন সমাজে দারিদ্র্য, বৈষম্য, জাতিগত ভেদাভেদ এবং শোষণ ছিল মানুষের জীবনের কঠিন বাস্তবতা, যা তিনি গানের মাধ্যমে প্রশ্ন করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন এবং মানুষের মধ্যে ঐক্যের বার্তা ছড়িয়েছেন। তাঁর কাছে শিল্পীর দায়িত্ব ছিল মানুষের পাশে থাকা, কাছে থাকা ।তাই তাঁর গান কখনও নিছক বিনোদন হয়ে ওঠেনি,হয়ে উঠেছে সমাজের আয়না। ফলস্বরূপ ১৯৯২ সালে তিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত হন। ২০০১ সালে পদ্মভূষণ এবং ২০১২ সালে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ লাভ করেন। ২০১৯ সালে তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্ন প্রদান করা হয়। এই সম্মানগুলি তাঁর অসামান্য সাংস্কৃতিক অবদানের স্বীকৃতি। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভালোবাসাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।২০১১ সালের ৫ নভেম্বর তাঁর শারীরিক জীবনের অবসান ঘটে। কিন্তু একজন প্রকৃত শিল্পীর মৃত্যু হয় না, যত দিন তাঁর সৃষ্টি মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকে। আজও অসমের ব্রহ্মপুত্রের দুই পাড়ে, বাংলার গঙ্গা-পদ্মার তীরে, কিংবা দেশের অন্য প্রান্তে তাঁর গান মানুষকে নতুন করে ভাবায়, ভাবতে বাধ্য করে।

তাঁর গান আমাদের শেখায়, মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসার চেয়ে বড় কোনো পরিচয় নেই এই ভু-ভারতে।বর্তমান সময়ে যখন ভাষা, ধর্ম, জাতি ও পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করার প্রবণতা দেখা যায়, তখন ভূপেন হাজারিকার গান আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। অসমীয়া ও বাংলা সংগীতের মধ্যে তাঁর যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল, তা আমাদের মনে করিয়ে দেয়-সংস্কৃতির কাজ বিভাজন তৈরি করা নয়, মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা। সেই সম্পর্কেরই এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম ভূপেন হাজারিকা।

তাঁর গান তাই শুধু শোনার জন্য নয়, উপলব্ধি করার জন্য। কারণ তাঁর কাছে গান ছিল মানুষের মুক্তির ভাষা, প্রতিবাদের ভাষা এবং ভালোবাসার ভাষা। সময় বদলাবে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বদলাবে, কিন্তু যত দিন মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখবে, তত দিন ভূপেন হাজারিকার গান মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে। চিরকালীন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 22:29 Page 3

দেশভাগের স্মৃতি ধরে রাখতে বাংলায় পার্টিশন মিউজিয়াম



কলকাতা ঃ দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু জীবনের লড়াই আর শিকড় হারানোর স্মৃতি ধরা থাকবে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব পার্টিশন মিউজিয়ামে। অমৃতসরের আদলে সেই সংগ্রহশালা গড়ার উদ্যোগ শুরু করেছে রাজ্য সরকার।সীমান্ত পেরিয়ে আসা শরণার্থীদের ভাঙা তোরঙ্গ, পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড লেটার, রেশন কার্ড, পরিত্যক্ত বাড়ির চাবি, সেলাই মেশিন, বিয়ের শাড়ি বা গয়না সেখানে সংরক্ষিত হতে পারে। থাকবে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষের স্মৃতিচারণ আর হারিয়ে যাওয়া ভিটেমাটির গল্পও।নবান্ন সূত্রের খবর, কলকাতায় মিউজিয়ামের জন্য বিবেচনায় রয়েছে দুটি জায়গা পোস্তার পুরনো টাঁকশালের জমি এবং রাজারহাট। লাগবে আট থেকে ১০ একর জমি। সম্প্রতি তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব সৌমিত্র মোহনের ঘরে এ নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। ছিলেন মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, বিশেষজ্ঞ রেশমী দাশগুপ্ত এবং বেঙ্গল পার্টিশন মিউজিয়াম-এর কনসেপ্ট কো-অর্ডিনেটর, ইনস্টিটিউট অফ সোশাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজের ডিরেক্টর অরিন্দম মুখোপাধ্যায়।অরিন্দমবাবুর মতে, মিউজিয়ামের ধারণা এখন বদলেছে। সংগ্রহালয় হবে ইন্টারঅ্যাকটিভ, ব্যবহার হবে এআই প্রযুক্তি, গড়ে উঠবে ৩৬০ ডিগ্রি মিউজিয়াম। তবে প্রকল্প এখনও প্রাথমিক স্তরে বলে বারবার মনে করিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, ঐতিহাসিকদের যুক্ত করা হবে। দণ্ডকারণ্য, আন্দামান-সহ সব কলোনির ইতিহাস ও তথ্য সংগ্রহ করা হবে।থাকতে পারে মরিচঝাঁপির কথাও।দেশভাগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পাঞ্জাব ও বাংলা। অথচ বাংলায় এমন উদ্যোগ হয়নি। অভিযোগ, দেশভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা তুলে ধরলে রাজনৈতিক অস্বস্তি তৈরি হত বলেই উদ্যোগ গুরুত্ব পায়নি। এবার মিউজিয়ামে তাঁর ভূমিকা এবং দেশভাগ নিয়ে ভাষণের সংকলনে বিশেষ জোর দেওয়ার ভাবনা রয়েছে। ডায়েরি, পাণ্ডুলিপি, হস্তশিল্পের মতো স্মৃতিচিহ্ন দানের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে আবেদনও জানানো হবে।ভারতে এখন দুটি পার্টিশন মিউজিয়াম। ২০১৬ সালের ২৪ অক্টোবর অমৃতসরের মিউজিয়ামের চারটি গ্যালারি উদ্বোধন হয় ২০১৭-র ১৭ অগস্ট ১৪টি গ্যালারি-সহ তা পুরোপুরি খোলে। সেখানে প্রথম প্রজন্মের একশোরও বেশি ভিডিও-অডিও সাক্ষাৎকার রয়েছে। ২০২৩-এর ১৮ মে দিল্লির আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়টির উদ্বোধন হয়। লাজপত নগর, রাজেন্দ্র নগরের মতো কলোনির ইতিহাসও প্রদর্শিত।

ডিসেম্বরে পুরভোট না হলে ১ ডিসেম্বর থেকেই ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর, ঘোষণা শুভেন্দুর



কলকাতা ঃ পুরভোট নিয়ে আইনি জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত নির্বাচন না হলে আর অপেক্ষা করবে না রাজ্য সরকার। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে কলকাতা ও হাওড়ার প্রতিটি ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করা হবে। বৃহস্পতিবার হাওড়ার কাজিপাড়ায় ছটপুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব রয়েছে, এমন ব্যক্তিদেরই এই দায়িত্ব দেওয়া হবে। ফলে পুরভোটের অনিশ্চয়তার মধ্যেই দুই শহরের পুর প্রশাসন পরিচালনায় বিকল্প ব্যবস্থা তৈরির ইঙ্গিত দিল নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ওয়ার্ডের সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ হওয়ার পরেও ভোটের পথে বাধা তৈরি করা হচ্ছে। যাঁরা নির্বাচনে জিততে পারবেন না বলে আশঙ্কা করছেন, তাঁরাই আদালতের অবকাশকালীন বেঞ্চে গিয়ে নির্বাচন আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানান তিনি। শুভেন্দুর কথায়, ভোট না হলে ১ ডিসেম্বর থেকে প্রতিটি ওয়ার্ডে সমন্বয়ক বসিয়ে দেব। দায়িত্বপ্রাপকদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, সমন্বয়ক হিসেবে তাঁকেই নির্বাচন করব, যিনি সরকারের সঙ্গে থাকবেন, বিরোধিতা করবেন না। হাওড়ার পুর পরিষেবা নিয়েও এ দিন সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, প্রায় ১২ বছর ধরে শহরের বাসিন্দারা নির্বাচিত পুরবোর্ড পাননি। সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যাওয়ার সমস্যা থেকে নিকাশি ব্যবস্থার দুরবস্থা; নাগরিক ভোগান্তির একাধিক দিক তুলে ধরেন তিনি। কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোট নিয়ে আইনি টানাপড়েনের মধ্যেই কো-অর্ডিনেটর নিয়োগের ঘোষণা তাই প্রশাসনিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ দিন বাম আমলের ৩৪ বছর এবং তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনকালেরও সমালোচনা করেন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, ভাষার পরিচয়কে সামনে রেখে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা হয়েছিল। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আগের সরকার ছিল, এদের একটাই কাজ ছিল ভাষার নামে ভাগ করা। ধর্মীয় উৎসব পালনের ক্ষেত্রেও আগের সরকারগুলির বিরুদ্ধে বাধা তৈরির অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এ বছর রাজ্যে ৫৮ হাজার দুর্গাপুজোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে, গত বছরের তুলনায় ১৩ হাজার বেশি। কালীপুজোর সংখ্যাও বেড়েছে ৭ হাজার। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর দল এবং কমিউনিস্টরা যে দেওয়াল তুলেছিল, সবাই মিলে তা ভেঙে দিয়েছে। ছটপুজোর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আগামী ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় নৌকায় গঙ্গার ঘাট পরিদর্শনের কথাও জানান তিনি। সরকারি জমি দখল, দুর্নীতি এবং বিদেশে টাকা পাচারের অভিযোগ তুলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু। ফলতা ও সন্দেশখালির সরকারি জমির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, দখলমুক্ত জমি গরিব মানুষের আবাসন তৈরির কাজে লাগানো হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অর্জুন সিং, উমেশ রাই, বিধায়ক সঞ্জয় সিং-সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি।

ডিসেম্বরে পুরভোট না হলে ১ ডিসেম্বর থেকেই ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর, ঘোষণা শুভেন্দুর



কলকাতা ঃ পুরভোট নিয়ে আইনি জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত নির্বাচন না হলে আর অপেক্ষা করবে না রাজ্য সরকার। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে কলকাতা ও হাওড়ার প্রতিটি ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করা হবে। বৃহস্পতিবার হাওড়ার কাজিপাড়ায় ছটপুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব রয়েছে, এমন ব্যক্তিদেরই এই দায়িত্ব দেওয়া হবে। ফলে পুরভোটের অনিশ্চয়তার মধ্যেই দুই শহরের পুর প্রশাসন পরিচালনায় বিকল্প ব্যবস্থা তৈরির ইঙ্গিত দিল নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ওয়ার্ডের সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ হওয়ার পরেও ভোটের পথে বাধা তৈরি করা হচ্ছে। যাঁরা নির্বাচনে জিততে পারবেন না বলে আশঙ্কা করছেন, তাঁরাই আদালতের অবকাশকালীন বেঞ্চে গিয়ে নির্বাচন আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানান তিনি। শুভেন্দুর কথায়, ভোট না হলে ১ ডিসেম্বর থেকে প্রতিটি ওয়ার্ডে সমন্বয়ক বসিয়ে দেব। দায়িত্বপ্রাপকদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, সমন্বয়ক হিসেবে তাঁকেই নির্বাচন করব, যিনি সরকারের সঙ্গে থাকবেন, বিরোধিতা করবেন না। হাওড়ার পুর পরিষেবা নিয়েও এ দিন সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, প্রায় ১২ বছর ধরে শহরের বাসিন্দারা নির্বাচিত পুরবোর্ড পাননি। সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যাওয়ার সমস্যা থেকে নিকাশি ব্যবস্থার দুরবস্থা; নাগরিক ভোগান্তির একাধিক দিক তুলে ধরেন তিনি। কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোট নিয়ে আইনি টানাপড়েনের মধ্যেই কো-অর্ডিনেটর নিয়োগের ঘোষণা তাই প্রশাসনিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ দিন বাম আমলের ৩৪ বছর এবং তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনকালেরও সমালোচনা করেন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, ভাষার পরিচয়কে সামনে রেখে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা হয়েছিল। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আগের সরকার ছিল, এদের একটাই কাজ ছিল ভাষার নামে ভাগ করা। ধর্মীয় উৎসব পালনের ক্ষেত্রেও আগের সরকারগুলির বিরুদ্ধে বাধা তৈরির অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এ বছর রাজ্যে ৫৮ হাজার দুর্গাপুজোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে, গত বছরের তুলনায় ১৩ হাজার বেশি। কালীপুজোর সংখ্যাও বেড়েছে ৭ হাজার। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর দল এবং কমিউনিস্টরা যে দেওয়াল তুলেছিল, সবাই মিলে তা ভেঙে দিয়েছে। ছটপুজোর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আগামী ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় নৌকায় গঙ্গার ঘাট পরিদর্শনের কথাও জানান তিনি। সরকারি জমি দখল, দুর্নীতি এবং বিদেশে টাকা পাচারের অভিযোগ তুলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু। ফলতা ও সন্দেশখালির সরকারি জমির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, দখলমুক্ত জমি গরিব মানুষের আবাসন তৈরির কাজে লাগানো হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অর্জুন সিং, উমেশ রাই, বিধায়ক সঞ্জয় সিং-সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি।

কলকাতায় পথ দুর্ঘটনার দাপট, মৃত ২, আহত ৯

পাঁচটি পৃথক দুর্ঘটনায় কোথাও অসতর্কতা, কোথাও বেপরোয়া গতির ছবি

জগদীশ যাদব, কলকাতা,(অভয় বঙ্গ পত্রিকা)। ; মহানগর কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনার ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজার সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন থানা এলাকায় পাঁচটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন আরও ৯ জন। আহতদের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় জড়িত যানবাহনের গুলি আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেল প্রায় ৫টা ৩৫ মিনিটে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানা এলাকার বাসন্তী হাইওয়ের জলপথের কাছে একটি স্কুটার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পিছলে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় স্কুটার চালক ১৮ বছর বয়সি সৌরভ মিস্ত্রি গুরুতর আহত হন। তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্কুটারের পিছনে বসে থাকা ১৫ বছর বয়সি কিশোরী ঈশানী বৈরাগীও আহত হন। বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে এসএসকেএম হাসপাতালে। পুলিশের দাবি, দুর্ঘটনার সময় দু'জনের কারও মাথাতেই হেলমেট ছিল না। অন্যদিকে, ওই দিন দুপুর প্রায় ২টা ৩০ মিনিটে ওয়েস্ট পোর্ট থানা এলাকার গার্ডেনরিচ ফ্লাইওভারের পশ্চিম প্রান্তে আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, মোটরবাইক চালক ৪৪ বছর বয়সি শেখ শানওয়াজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের গার্ড ওয়ালে ধাক্কা মারেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। বাইকের পিছনে বসে থাকা তাঁর ৪০ বছর বয়সি স্ত্রী শাকিরা জাকারিয়াও আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনার সময় বাইকচালক ও তাঁর স্ত্রী দু'জনেই হেলমেট পরেছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। তৃতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটে দুপুর প্রায় ৩টা ১০ মিনিটে মোচিপাড়া থানা এলাকার শিয়ালদহ ফ্লাইওভারের কাছে এজেসি বোস রোডে। একটি বেসরকারি বাস থেকে নামার সময় ৩৫ বছর বয়সি যাত্রী কুমকুম মণ্ডল রাস্তায় পড়ে গিয়ে আহত হন।

তাঁকে দ্রুত এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। বাসটি ২৪০ নম্বর রুটের বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ বাসটি ও চালককে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে, বৃহস্পতিবার ভোর প্রায় ২টা ৫ মিনিটে ময়দান থানা এলাকার রেড রোডে জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ডের কাছে একটি হালকা পণ্যবাহী গাড়ি (এলজিভি) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা পাঁচজন সামান্য আহত হন। তাঁদের সকলকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 22:29 Page 4

সম্পাদকীয়

১২ নভেম্বর ২০২৬ ।। বৃহস্পতিবার

হাসিনার প্রত্যাবর্তনকে কীভাবে দেখছে বাংলাদেশ ?

ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) জন্য আবেদন ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক আলোচনা শুরু হয়েছে। দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশন সেই আবেদন ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। লন্ডনভিত্তিক আইনজীবী সংস্থা 'ম্যাট্রিক্স চেম্বারস'-এর ইমেইলের মাধ্যমে আবেদনটি হাই কমিশনে পৌঁছেছিল বলে জানিয়েছেন দিল্লিতে বাংলাদেশের হাই কমিশনের প্রেস মিনিস্টার সাইদুর রহমান।আবেদনটি ঢাকায় পৌঁছনোর পর বাংলাদেশের সরকারের প্রতিক্রিয়াতেও বিষয়টির গুরুত্ব স্পষ্ট হয়েছে। সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, শেখ হাসিনার পাসপোর্ট ও এনআইডির আবেদনের সত্যতা এবং আইনি ভিত্তি যাচাই করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির শেখ হাসিনাকে একজন আসামি হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর পাসপোর্টের আবেদনকে হাস্যকর বলে মন্তব্য করেছেন। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ভারত থেকে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে চায় এবং সেই প্রক্রিয়ায় ২০১৩ সালের প্রত্যর্পণ চুক্তির আশ্রয় নিতে চায়।সরকারের এই অবস্থান থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার, শেখ হাসিনার নতুন পাসপোর্টের আবেদনকে বাংলাদেশ নিছক প্রশাসনিক বিষয় হিসেবে দেখতে চাইছে না। বরং তাঁর বিরুদ্ধে থাকা আইনি অভিযোগ এবং দেশে ফেরানোর প্রশ্নটিকেই সামনে রাখতে চাইছে ঢাকা।তবে আবেদনটি শেখ হাসিনা নিজে করেছেন কি না, তা নিয়ে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে। 'প্রথম আলো'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ম্যাট্রিক্স চেম্বারসের পাঠানো ইমেইলে শেখ হাসিনার অনুমোদনের কোনো নথি বা প্রমাণ ছিল না। সাধারণত কোনো আইনজীবী সংস্থা কারও হয়ে এ ধরনের আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমোদনপত্র থাকা প্রয়োজন। ফলে আবেদনটি শেখ হাসিনার নির্দেশেই পাঠানো হয়েছে কি না, সেটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। অন্যদিকে, রয়টার্স এবং হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনা তাঁর আইনজীবীদের মাধ্যমে নতুন পাসপোর্ট ও এনআইডি চেয়েছেন।এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, শেখ হাসিনার এই পদক্ষেপের পিছনে রয়েছে দেশে ফেরার রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা। ঢাকাভিত্তিক সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক সাদিক মাহবুব ইসলামের বক্তব্য,ঢাকার কাছে এটি মূলত আইনি প্রশ্ন, কূটনৈতিক নয়। আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাড়া আর সবার কাছেই এই আবেদন রাজনৈতিক স্টান্ট বলে মনে হয়েছে।তাঁর বক্তব্যের কেন্দ্রে রয়েছে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চলা মামলাগুলি। বাংলাদেশের পুলিশ সদর দফতরের তথ্য অনুযায়ী, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মোট ৬৭৩টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ৪৫৭টি খুনের অভিযোগে দায়ের করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই-অগাস্টের গণঅভ্যুত্থান দমনে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ২০২৫ সালের ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাঁকে অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। যদিও শেখ হাসিনা এই বিচারকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্র ণোদিত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বিচার হওয়া এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া নিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচও ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।সাদিকের মতে, শেখ হাসিনার পাসপোর্ট আগেই বাতিল হয়েছে।

সকালে জমা বিকেলে খরচ

আইনের শাসনের অবমাননা

সুজাত ভদ্র

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দর্শনের অন্যতম বিশেষজ্ঞ নাইজেল এস রিডলি তাঁর 'দ্য ট্রিটমেন্ট অফ প্রিজনারস আন্ডার ইন্টারন্যাশানাল ল' শীর্ষক ধ্রুপদী গ্রন্থে (১৯৯৯) লিখেছিলেন, যখন ধারাবাহিকভাবে আইনবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটে, তখন সেই অপরাধকে গণ্য করা হয়, তাঁর ভাষায়, ভারতের ক্ষেত্রে সমভাবে এই কথা প্রযোজ্য। এমনকি দেশীয় আইনেও এই ধরনের আইনবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কোনো অনুমোদন নেই; বরং আইনের চোখে তা অপরাধ। বারুইপুর এবং একই দিনে গাইঘাটা, সামশেরগঞ্জে যে অভিযুক্ত বন্দি হত্যার ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো সর্ব অর্থে পরিকল্পিত ও ঠান্ডা মাথায় খুন। মানবাধিকারের পরিভাষায়, ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা। বিশ্বের নানা দেশের আইনরক্ষক সংস্থা ও সরকারের প্রত্যক্ষ মদতের সৌজন্যে আমরা প্রত্যক্ষ করে আসছি, রাষ্ট্র নানা ধরনের নৃশংস হাতিয়ার ব্যবহার করে। তার মধ্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দুটো যমজ হাতিয়ার বলপূর্বক নিখোঁজ (বা অপহরণ ও গুম খুন; এই ক্ষেত্রে দেহ পাওয়া যায় না; পুলিশের খাতায় মিসিং!) এবং ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে লাতিন আমেরিকার নানা দেশে (চিলি, গুয়াতেমালা, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল), ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এই দুই 'পদ্ধতি'সহ নানা ধরনের হাতিয়ার (যেমন গণহত্যা, গণসমাধি, হেফাজতে হত্যা, পালাতে যাচ্ছিল তখন হত্যা ইত্যাদি) রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের নীতি ও কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আশির দশকেই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রাগুক্ত দুটো হাতিয়ার সম্পর্কে মানবাধিকার দর্শনের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যামূলক বই প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রসংঘও একের পর এক নানা সনদ, ঘোষণা বা প্রস্তাব নিতে শুরু করে এই নতুন বহুমাত্রিক রাষ্ট্রীয় আক্রমণের তীব্র বিরোধিতা করে। ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক স্তরে ভুয়ো/সাজানো সংঘর্ষের বিরুদ্ধে শক্তপোক্ত আইনি কাঠামো গড়ে উঠেছে। ভারত একাধিক ঘোষণা, সনদে স্বাক্ষর করেছে, প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। নিজ দেশে আইনের শাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, সংবিধান তথা সর্বোচ্চ আদালতের, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নানা নির্দেশিকা জলাঞ্জলি দিয়ে এই মানবতাবিরোধী হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে; জনসমর্থন আছে বলে দাবি করছে, 'জনতার শাসন' বলে বিকৃত উল্লাস করছে।আপাতগ্রাহ্যভাবে, আভিধানিক অর্থে 'এনকাউন্টার' শব্দটি একটি নিরীহ শব্দ কারও সঙ্গে কারও মোলাকাত, প্রথম সাক্ষাৎকার। কিন্তু মূলত রাজনৈতিক আন্দোলনকে দমন করার লক্ষ্যে, রাজনৈতিক কর্মীদের চিরতরে 'চুপ করিয়ে' দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের দমনের নব নব কৌশলের পন্থা হিসেবে যখন শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু করল, তখন সেটা 'হাড়হিম করা' আতঙ্কের শব্দ হিসেবে মানবাধিকার তথা সামাজিক সংস্কৃতিতে স্থান পেল। পন্থাগুলোর প্রয়োগের ভৌগোলিক সীমানা শুধু পশ্চিমবঙ্গ, কেরলে সীমাবদ্ধ রইল না। পঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর থেকে বিস্তীর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এর নগ্ন প্রয়োগের রক্তাক্ত ইতিহাস আমরা জানি। তেমনই জানি, গণপিটুনিতে হত্যা করার মতোই উত্তরপ্রদেশে ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যাকে জলভাত করে দেওয়া হয়েছে। এবং সেটাই নাকি দুষ্কৃতী দমনের মডেল! আর এই দর্শনকে যোগ্য সঙ্গত করে চলেছে গণমাধ্যমের একাংশ। পাঞ্জাবে কেপিএস গিল-সহ অন্যান্যদের, মহারাষ্ট্রে, উত্তরপ্রদেশে পুলিশ আধিকারিকদের 'মূল স্রোতের' মিডিয়া বিশেষ বিশেষণে বন্দিত করেছে 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' বলে। গত পাঁচ মাসে পশ্চিমবঙ্গ এই তালিকায় নতুন করে নিজেদের নাম লেখাল।বারুইপুর, গাইঘাটা এবং সামশেরগঞ্জের ঘটনা সংবাদপত্রে বহুল প্রচারিত ও এখনও বহুল চর্চিত। তাই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। বারুইপুর, গাইঘাটার ঘটনায় মিল আছে কিশোরীকে ধর্ষণ ও হত্যা। তিনটি ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত বন্দির পরিণতি একই সাজানো গল্পে পুলিশের গুলিতে নিহত। তবে সামশেরগঞ্জের ঘটনা অন্য আরেকটি অর্থে চক্ষু উন্মোচনকারী একটি ঘটনা। জেল হেফাজত থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে অভিযুক্ত সামাউনকে পুলিশ হত্যা করে। এদিকে কিন্তু আজ পর্যন্ত নিহত সুজিত মণ্ডলের দেহই পাওয়া যায়নি। তবু পুনর্নির্মাণের নামে জেল থেকে বার করে এনে একটি বাড়ির দোতলায় ফাঁকা ঘরে নিয়ে যায়। তারপর... গাইঘাটার ঘটনার পরমুহূর্তে শাসক দলের মন্ত্রী, নেতাদের প্রতিক্রিয়া পরিষ্কার করে দেয়, বন্দি অভিযুক্তকে হত্যার ঘটনা সরকারি নীতির ('সকালে জমা, বিকালে খরচ');নগ্ন প্রয়োগ। এক মন্ত্রী বললেন, ন্যায় দেওয়ার জন্য পুলিশকে কিছু কঠোর ও অপ্রিয় পদক্ষেপ নিতে হয়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বললেন, জনতার শাসন। এক মুখপাত্র বললেন, পুলিশ সত্যিকারের অতি সক্রিয় হয়েছে। অর্থাৎ তেনারাই পুলিশের গল্পকে;বন্দির বন্দুক ছিনিয়ে গুলি করা ও তার থেকে নিজেদের জীবন বাঁচাতে পুলিশের আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালিয়ে অভিযুক্তকে হত্যা;সম্পূর্ণ ভুয়ো বলছেন; এগুলোকে 'অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ' বলতে নারাজ। বস্তুত, গাইঘাটার অভিযুক্ত বন্দি (পুলিশের বয়ানে পিসি অ্যাকিউজড) হত্যার ঘটনা সম্পর্কিত পুলিশের এফআইআরটি পড়লেই বোঝা যায় পুলিশের গল্পটিও কত কাঁচা ও নিম্নমানের ঘটনার পুনর্নির্মাণ থেকে ভোর রাতে ফেরার পথে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য বন্দির আবেদন মেনে পুলিশ হাতকড়ার একটি দিক খুলে দেয় ও বন্দি তৎক্ষণাৎ একজন পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিতে যায়, ধাক্কাধাক্কিতে বন্দি পড়ে যায়, পড়ে গিয়েও (যেন জেমস বন্ড কায়দায়) গুলি চালায়, তখন আত্মরক্ষার্থে পুলিশ চার রাউন্ড গুলি চালায় বন্দিকে লক্ষ্য করে।বারুইপুর, গাইঘাটা থেকে সামশেরগঞ্জ;প্রতিটি ঘটনাতেই অস্ত্র ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা এবং পুলিশের গুলিতে অভিযুক্তের মৃত্যুর একই কাহিনি। এই ঘটনাগুলি নিছক আত্মরক্ষা, নাকি বিচার এড়ানোর কোনো ছক? আদালতের বদলে পুলিশের গুলিতেই শেষ হবে ন্যায়বিচারের পথ?পুনর্নির্মাণের সময়কাল লক্ষণীয়। যে বন্দিদের হত্যা করা হবে না, কিন্তু জনসমক্ষে চূড়ান্ত হেনস্থা, অবমাননাকর আচরণ করা হবে বলে পুলিশ স্থির করেছে (মিডিয়াকে জানিয়ে), তাদের দিনের বেলায় কখনও বা খালি গায়ে, হাফ প্যান্ট/বারমুডা পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে, কখনওবা খালি পায়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটায়। আর যাদের 'খরচ' করে দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাষ্ট্রবাদী ও আইনরক্ষকরা, তাদের জন্য পুনর্নির্মাণের সময় বরাদ্দ করা হয় নিশুতি রাত। মূর্খ ভারতবাসীকে উর্দীপরিহিত খুনি রাষ্ট্রবাদীরা বোঝান যে, ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় সত্য দিনের আলোর মতো সবচেয়ে পরিস্ফুট হয় ঘুটঘুটে অন্ধকারেই তো।পুনর্নির্মাণের জন্য ঘটনাস্থলে অভিযুক্ত বন্দিকে নিয়ে যাওয়াটা আদৌ জরুরি কি না এবং তা ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(৩) বিরোধী কি না;এই নিয়ে একটা আইনি তর্ক উঠেছিল এই বছরেই। মাদ্রাজ হাইকোর্টের অভিমত ছিল, যেহেতু অভিযুক্ত বন্দি সংবিধানের ২০(৩) মোতাবেক নীরব থাকার অধিকারী, সেহেতু তাকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলানোর পুলিশের চেষ্টা সংবিধানবিরোধী। দুই, পুনর্নির্মাণের বিষয়টাই ফৌজদারি মামলায় তথ্যপ্রমাণ হিসেবে একটি অতি অ-গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; মূলত ঘটনাস্থলের কিছু ক্লুকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হয়। সুপ্রিম কোর্ট এই মতকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করলেন না, এবং অভিযুক্ত বন্দিকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েও সতর্কবার্তা দিলেন যে, এই জাতীয় পদক্ষেপের উদ্দেশ্য কিন্তু অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অনুমতির ছোট্ট ফোঁকর পাওয়াটাকে ব্যবহার করে ঘটনাস্থানকে রাষ্ট্রবাদীরা বন্দি হত্যার লীলাভূমি বানিয়ে নিল। তথ্য সংগ্রহের নামে প্রধান প্রত্যক্ষ শরীরী প্রমাণটিকেই লোপাট করে দিল। মানব সভ্যতার সর্বজনীন স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য, অন্যায় কর্মের বিচার করার একমাত্র ক্ষমতা ন্যায়বিচার কাঠামোর, যা হবে প্রশাসনপ্রভাবমুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন, সুষ্ঠু একটি শক্তপোক্ত ব্যবস্থা। ভারত তার ব্যতিক্রম নয়;মাত্র পাঁচ মাস আগে সংবিধান মেনে চলার শপথকারীদের অন্তত এটুকু মনে রাখার কথা। এক কথায়, পুলিশের (বা বিকল্প পরিভাষায় আইনরক্ষকমাত্রের) ন্যায়বিচার দেওয়ার কোনো আইনি ক্ষমতাই নেই। উর্দিপরা আইনরক্ষাকারীদের একটাই কাজ ফৌজদারি অন্যায় কর্মের যথাযথ সক্রিয়, নিরপেক্ষ তদন্ত করা, তথ্য সংগ্রহ করে আদালতে পেশ করা, যাতে আদালত একদিকে এই সমস্ত তথ্যপ্রমাণ যাচাই ও অন্যদিকে অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি ইত্যাদি তুল্যমূল্য বিচার করে দণ্ড প্রদান বা বেকসুর ঘোষণা করা। তারপরেও অ্যাপিল স্তর আছে। এই আইনি স্থাপত্য নাকচ করে পুলিশের একের মধ্যে তিনের ভূমিকাকে; অর্থাৎ একইসঙ্গে অভিযোগকারী, বিচারক ও শাস্তিদাতা; কোনো সভ্য সমাজের ভিত্তি হতে পারে না; আইনি স্থাপত্যে এর কোনো স্বীকৃতিই নেই। প্রত্যয় নিয়ে বলা যেতে পারে, বিচার ব্যবস্থা, আইনের শাসনকে যারা ধ্বংস করে দিতে চায়, যারা বন্দিকে আইনবহির্ভূত চরম হেনস্থা করে, প্রশাসনিক খুন করে ও ক্ষমতায় অধিস্থিত যারা তাতে উৎসাহ যোগায়, বাহবা দেয় তারা ন্যায়বিচার, সংবিধান ও মানবাধিকারবিরোধী শক্তি; তারা এদেশকে স্তরে নামিয়ে আনার কুৎসিত খেলায় মেতেছে। সমাজকে বর্বরতার পাঁকে ডুবিয়ে দিতে চায়। যারা জনতার শাসন বলে উল্লাস করছেন, থাম্বস আপ দেখাচ্ছেন, তারা কি তাহলে বলতে চাইছেন, পুলিশ স্বয়ং যখন ধর্ষণে, খুনে অভিযুক্ত হবে, তখন তাকে জনতার শাসনের বলি করার অধিকার জনতার থাকবে? রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে, একই পদ্ধতি তাহলে অনুসৃত হবে? কিন্তু তথ্য বলছে, রাষ্ট্রবাদীদের তথাকথিত 'জিরো টলারেন্স'-এর হুংকার অত্যন্ত নির্বাচিত ও চূড়ান্ত দ্বিচারীতার প্রকট নিদর্শন। এদের নিজেদের লোকের বেলায় 'আদালতে অভিযোগ যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ নির্দোষ' নীতির আড়ালে আশ্রয় নেয়, ভিন্ন সম্প্রদায়ের বা দলিত, উপজাতি নারী ধর্ষককে মালা পড়ায়, নারী খুনের ভিআইপি অভিযুক্তকে রাজ্যপাল বানায়। প্রায় ৫০ বছর আগে সখেদে জে বি কৃপালিনী বলেছিলেন, গত তিরিশ বছরে আমরা পুলিশ বাহিনীকে আইন মেনে চলার শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করতে পারিনি । আজও পারেনি। উলটে, আইনি বাধ্যবাধকতাকে নস্যাৎ করে সমস্ত আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধকে অবজ্ঞা করে, দেশের সংবিধান ও সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশিকাকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করে প্রশাসনিক খতম বা আইনবহির্ভূত খুন করার নীতিকে ঘোষণা করছে, আইনরক্ষকদের সব ধরনের আইন ভাঙার কাজ উৎসাহিত করছে 'ফ্রি হ্যান্ড' দেওয়ার উন্মত্ত ঘোষণার মাধ্যমে।দেশের, বিদেশের মানবাধিকার আন্দোলন, রাষ্ট্রসংঘের একের পর এক ঘোষণা, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা, বলপূর্বক নিখোঁজ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় পন্থার বিরুদ্ধে রায়ের পর রায়, বিখ্যাত ষোলো দফা গাইডলাইনস, মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ঘোষণা, ভিকটিমকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পুরাতন কিন্তু আজও চালু নিয়মাবলী প্রভৃতি একটাই নীতিগত অবস্থানকে তুলে ধরেছে এমনকি সুপ্রিম কোর্ট একই পংক্তিতে বলছেন, সুপ্রিম কোর্ট এও বলে দিয়েছেন যে, মৌলিক অধিকার যদি সরকার/রাষ্ট্র লঙ্ঘন করে তাহলে রাষ্ট্র 'সার্বভৌম অব্যাহতি'তত্ত্বের সুযোগ পাবে না। অর্থাৎ, জীবনের অধিকার অলঙ্ঘনীয় অধিকার। নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কারও জীবন কাড়া যায় না (অনুচ্ছেদ ২১)।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 22:29 Page 5

অকাল শিলাবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হবিবপুর, ক্ষতিগ্রস্ত ৬০০০ হেক্টর জমির ধান

নয়া জামানা, হবিবপুর ঃ কাল বৈশাখীর মতো হঠাৎ ঝড় ও প্রবল শিলাবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন। বুধবার বিকেলে হবিবপুর ব্লকের বৈদ্যপুর, জাজইল ও আকতল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। শিলার সাদা আস্তরণে ঢেকে যায় রাস্তাঘাট ও খেতখামার। ঐতিহাসিক মানিকোড়া কালীমেলার বেশ কয়েকটি লাইটিং গেট ভেঙে পড়ে সাময়িক যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়।



সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কৃষিক্ষেত্রে। হবিবপুর ব্লকে ২৬ হাজার ৬০০ হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হলেও একা শিলাবৃষ্টির কবলেই প্রায় ৬০০০ হেক্টর জমির ধান নষ্ট হয়ে গেছে। ঝড়ের দাপটে বহু কাঁচা বাড়ির টিনের চাল ফুটো হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঋণ নিয়ে চাষ করা ধান নষ্ট হওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে স্থানীয় কৃষকদের।পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান রাজ্যের সেচ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জুয়েল মুর্মু। সঙ্গে ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপালী বিশ্বাস, হবিবপুর ব্লক কৃষি দপ্তরের আধিকারিক মো. আনারুল ইসলাম এবং বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ববিতা ভৌমিক। প্রতিমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ক্ষয়ক্ষতির সম্পূর্ণ রিপোর্ট রাজ্য সরকার ও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর আশ্বাস দেন। প্রশাসন পাশে দাঁড়ালেও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতিতে কৃষকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ থেকেই গেছে।

বেহাল রাস্তা ও নর্দমার সংস্কারের দাবিতে স্থানীয়দের পথ অবরোধ

নয়া জামানা, দ ঃ দিনাজপুর ঃ বালুরঘাট পৌরসভার বেহাল রাস্তাঘাট এবং অবরুদ্ধ নর্দমাগুলির অবিলম্বে সংস্কারের দাবিতে শহরের যুবশ্রী মোড়ে বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ এক বিশাল বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। বালুরঘাট শহরের ৯ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের নেপালি পাড়া ও নামাবঙ্গী এলাকার সাধারণ মানুষ এই বিক্ষোভে অংশ নেন। হাতে প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানে মুখরিত এই কর্মসূচিতে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার রাস্তাগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে পুকুরের রূপ নেয়, যার ফলে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ পথচারীদের যাতায়াতে চরম



দুর্ভোগ পোহাতে হয়। পৌরসভার পক্ষ থেকে পুজোর আগেই সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা রক্ষিত হয়নি। এই প্রতিশ্রুতির বরখেলাপেই বাধ্য হয়ে এলাকার বাসিন্দারা পথ অবরোধে নামেন। অবরোধের জেরে বালুরঘাট থেকে মালদা, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি এবং বহরমপুরগামী প্রধান সড়কগুলিতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার আইসি, মহকুমা শাসক এবং পৌরসভার প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত রাস্তা ও ড্রেন সংস্কারের আশ্বাস দিলে প্রায় এক ঘণ্টা পর অবরোধ ওঠে। তবে আগামী সাতদিনের মধ্যে কাজ শুরু না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

কেদারতালে মৃত ৫ যুবকের পাশে মুখ্যমন্ত্রী, পরিবারগুলিকে ৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বিষ্ণুপুর ঃ উত্তরাখণ্ডের কেদারতালে ট্রেকিংয়ে গিয়ে তুষারধসে প্রাণ হারানো বাঁকুড়ার পাঁচ যুবকের পরিবারের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া সফরে এসে মৃত যুবকদের শোকাহত পরিবারের হাতে মোট ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় এবং সময়ের অভাবে বাঁকুড়া সার্কিট হাউসে তাঁর নির্ধারিত কর্মসূচিটি শেষ মুহূর্তে বাতিল করতে হয়।



পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, এদিন বাঁকুড়া সার্কিট হাউসে মৃত পাঁচ যুবকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিস্তারিত সাক্ষাৎ করার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। কিন্তু সফরের অন্যান্য কর্মসূচি শেষ করতে করতে সন্ধ্যা নেমে আসায় তিনি আর সার্কিট হাউসে যেতে পারেননি। পরিবর্তে, বাঁকুড়া হেলিপ্যাডেই অল্প সময়ের জন্য ওই পাঁচ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি পরিবারগুলির খোঁজখবর নেন এবং গভীর সমবেদনা জানান। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে মৃত পাঁচ যুবকের প্রত্যেক পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে মোট ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এদিন পরিবারগুলির হাতে আর্থিক সাহায্যের চেক তুলে দেন বাঁকুড়ার জেলাশাসক এবং রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। হেলিপ্যাডে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের সময় শোকাহত পরিবারগুলিকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ২১ নভেম্বর তাঁর পুরুলিয়া সফরের সময় তিনি পুনরায় তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন এবং সমস্ত অভাব-অভিযোগ নিয়ে বিস্তারিতভাবে কথা বলবেন। কেদারতালের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বাঁকুড়ার পাঁচ তরতাজা যুবকের অকাল মৃত্যুতে গোটা জেলা জুড়েই গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত এই আর্থিক সহায়তা এবং মুখ্যমন্ত্রীর পুনরায় সাক্ষাতের আশ্বাস অসহায় পরিবারগুলির কাছে কিছুটা হলেও স্বস্তি ও ভরসা জুগিয়েছে।

জাল লটারি চক্রের মূল পান্ডা গ্রেফতার

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদঃ জাল লটারির কারবারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এই অবৈধ চক্রের অন্যতম মূল চক্রীকে গ্রেফতার করেছে জঙ্গিপুর ফাঁড়ির পুলিশ।



ধৃতের নাম হাবিবুর রহমান ওরফে হবি। জঙ্গিপুর ফাঁড়ির অন্তর্গত কাশিয়াডাঙা এলাকা থেকে তাকে পাকড়াও করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে লোকজনকে ফাঁদে ফেলে এই জাল লটারির কারবার চালিয়ে আসছিল হাবিবুর। পুলিশি অভিযানের টের পেয়ে গ্রেফতার এড়াতে নিজের মোবাইল ফোনের সমস্ত তথ্য মুছে ফেলার চেষ্টা করে সে। এমনকি, ফোনের সমস্ত তথ্য গায়েব করতে সেটটি সম্পূর্ণ ফরম্যাটও করে দেয় অভিযুক্ত। তবে শেষরক্ষা হয়নি, পুলিশের তৎপরতায় কাশিয়াডাঙা থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার ধৃতকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। এই চক্রের শিকড় ঠিক কতদূর বিস্তৃত এবং এর নেপথ্যে আর কারা জড়িত, তা জানতে এখন ধৃতকে জেরা করে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রঘুনাথগঞ্জে জাতীয় সড়কে লরির পিছনে বাইকের সজোরে ধাক্কা, গুরুতর আহত ২



নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদঃ ওমরপুরে জাতীয় সড়কে একটি দ্রুতগতির মোটর বাইক পিছন দিক থেকে লরিতে সজোরে ধাক্কা মারলে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় বাইকে থাকা দুই আরোহী গুরুতর জখম হন। স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যেখানে তাঁরা বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহতদের বাড়ি রঘুনাথগঞ্জের তালায়ের মোড় এলাকায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রঘুনাথগঞ্জ থানা ও জঙ্গিপুর ট্রাফিক পুলিশ। পুলিশ ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে এবং দুর্ঘটনার আসল কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে।

গাইঘাটার এনকাউন্টার নিয়ে তদন্তে সিআইডি, হল ঘটনার পুনর্নির্মাণ

গাইঘাটা ঃ কী ভাবে ঘটেছিল গাইঘাটার সেই পুলিশি এনকাউন্টার? পুলিশের গুলিতে ধৃত প্রহ্লাদ দাসের মৃত্যুর ঘটনায় এ বার তদন্ত শুরু করল সিআইডি। বৃহস্পতিবার দুপুরে পাঁচ সদস্যের বিশেষ প্রতিনিধি দল গাইঘাটার এনকাউন্টারস্থলে পৌঁছে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে। দীর্ঘক্ষণ ধরে ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে পুলিশকর্মীদের কাছ থেকে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করেন তদন্তকারীরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন গাইঘাটা থানার আধিকারিক এবং জেলার পদস্থ পুলিশ কর্তারা।ঘটনার সূত্রপাত লক্ষ্মীপুজোর দিন। সে দিন সকালে গাইঘাটায় এক স্কুলছাত্রীকে নৃশংস অত্যাচার করে খুনের অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় তদন্তে নেমে ছাত্রীর আত্মীয় প্রহ্লাদ দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনার তিন দিন পর তদন্তের স্বার্থে ধৃতকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান গাইঘাটা থানার তদন্তকারী আধিকারিকেরা। পুলিশের দাবি, ঘটনার পুনর্নির্মাণ শেষে ফেরার পথে প্রস্রাব করার কথা বলে পুলিশের গাড়ি থেকে নামে প্রহ্লাদ। এর পরেই পুলিশের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে।

আত্মরক্ষার্থে পুলিশ গুলি চালালে মৃত্যু হয় প্রহ্লাদের।তবে পুলিশের এই দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রহ্লাদের মা। প্রথমে পুলিশের পদক্ষেপকে নাগরিক হিসেবে সঠিক বলে মন্তব্য করলেও পরে এনকাউন্টারের ঘটনা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, ঘটনার আগে ছেলেকে যখন বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখন তার হাতে দড়ি বাঁধা ছিল এবং আশপাশে অনেক পুলিশকর্মী ছিলেন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 22:29 Page 6

জলের দাবিতে হাহাকার খড়িবাড়িতে!

প্রায় এক বছর ধরে বন্ধ ‘হর ঘর জল’ প্রকল্পের কাজ



খড়িবাড়ি ঃ দেশজুড়ে গ্রামীণ পরিবারগুলিতে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দিতে কেন্দ্রের ‘হর ঘর জল’ বা ‘জল জীবন মিশন’ প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৮ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু খড়িবাড়ির কেশরডোবার ছবিটা এর ঠিক বিপরীত। পিএইচই দপ্তরের উদ্যোগে শুরু হওয়া কেশরডোবা-২ নলবাহিত পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ প্রায় এক বছর ধরে সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। পাইপলাইন ও জলের ট্যাংকের কাজ অনেক দূর এগোলেও জল সরবরাহ না মেলায় চরম পানীয় জলের সংকটে দিন কাটাচ্ছেন এলাকার প্রায় ১,০০০ পরিবার ও ৩০০ জন ব্যবসায়ী। পিডব্লিউডি মোড় এলাকায় এই প্রকল্পের পাম্পহাউজ ও জলের ট্যাংক তৈরি করা হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, কেশরডোবা, পিডব্লিউডি মোড়, পাটারামজোত ও ডোহাগুড়ির মতো জনবহুল এলাকায় জল পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে কল খুললেও জলের দেখা মিলছে না। প্রকল্পের ঠিকাদার অরুণকুমার শ্রীবাস্তবের দাবি, তকাজের সিংহভাগই শেষ। পাইপলাইন বসানো এবং জল উত্তোলনের মেশিন বসানোর কাজ হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু মেশিনের সঙ্গে ট্যাংকের সংযোগস্থাপন ও রঙের কাজ বাকি। তবে সরকারের কাছ থেকে বকেয়া টাকা না পাওয়ায় বাধ্য হয়েই কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে বলে জানান তিনি। টাকা পেলে দ্রুত কাজ শেষ করার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের জন্য ১০ কাঠা জমি দান করেছিলেন সৌমেন ঘোষ। চুক্তি ছিল কাজ শুরুর ছ’মাসের মধ্যে জমির দাম মিটিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে টাকা না মেলায় জমিদাতা আদালতের দ্বারস্থ হন। অবশেষে আদালতের নির্দেশে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার জমির বকেয়া টাকা মেটায় এবং জমিদাতার পরিবারে চাকরি পান শুভজিৎ ঘোষ। শুভজিতের কথায়, তজমির টাকা মেটানোর পর আইনি জট কাটলেও বর্তমানে প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। কবে তা চালু হবে, ঠিকাদারই বলতে পারবেন। ওদিকে স্থানীয় দোকানদার সুভাষ ঘোষ ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, কেশরডোবার সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের অন্য একটি প্রকল্পও উদ্বোধনের পর থেকে অচল। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁদের জল কিনে খেতে হচ্ছে। জনপ্রতিনিধিদের উদাসীনতা নিয়েও ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ জানান, পিএইচই দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের বিষয়টি জানানো হয়েছিল, তবে রাজ্যে পালাবদলের পর ব্লক উন্নয়ন সভা না হওয়ায় কবে কাজ শুরু হবে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। যদিও বিডিও দীপ্তি সাউ দ্রুত প্রকল্প চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মহেশচন্দ্র সিংহও জলকষ্টের কথা স্বীকার করে জানিয়েছেন, ঠিকাদারের খোঁজ মিলছে না। অন্যদিকে, পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা নান্টু মণ্ডলের দাবি, ঠিকাদার প্রথম কিস্তির টাকা পেলেও আগের রাজ্য সরকার দ্বিতীয় কিস্তির বকেয়া না দেওয়ায় কাজ ফেলে চলে যান। বিষয়টি স্থানীয় সাংসদ রাজু বিস্টকে জানানো হয়েছে বলেও তিনি জানান।

আশ্বাসের বেড়াজাল ভেদ করে কেশরডোবার মানুষের ঘরে জল পৌঁছায়, এখন সেটাই দেখার।

ছটঘাটে হাতির হানা রুখতে — টিম গড়ল বন দপ্তর —

হাতির খাদ্যতালিকার মধ্যে অন্যতম প্রিয় কলা গাছ। যদি বন সংলগ্ন এলাকায় অথবা হাতির করিডরে এক লাইনে অসংখ্য কলা গাছ নাগালের মধ্যে মেলে তবে তো কথাই নেই। হাতির হানা হবেই। এই আশঙ্কা থেকেই ২৪ ঘণ্টা ছটঘাট রক্ষা করার জন্য বিশেষ টিম গঠন করেছে বন বিভাগ। কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুলদেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ‘কার্সিয়াং বন বিভাগের অধীনে বন সংলগ্ন এলাকায় যেসব নদীতে ছটঘাট হচ্ছে, প্রতিটি ঘাটেই বন বিভাগের ১১টি কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) নজরদারি চালাবে। বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসের কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে নজরদারি চালানো হবে। কন্ট্রোল রুমে ফোন করলেই দ্রুত টিম পৌঁছে যাবে।’ কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বর ০৩৫৩-২৫৫০৪৫৩। বাগডোগরায় সব থেকে বড় ছটঘাট বাগডোগরা জঙ্গলের ঠিক পাশে হুলিয়া নদীর কমলপুরে, এরপরেই হরেকৃষ্ণপল্লি, ক্ষুদিরামপল্লি এবং মসজিদপাড়া ঘাট। শুধুমাত্র কমলপুর ঘাটেই পাঁচ শতাধিক পুজোর বেদি করা হবে। প্রতিটি বেদিতে অন্তত ৪টি করে কলা গাছ দিয়ে সাজানো হয়। বন দপ্তরের আশঙ্কা, লাইন দিয়ে কলা গাছ দেখে লোভ সামালাতে পারবে না হাতির দল। তাই হাতির হানা হবে ধরে নিয়েই বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সম্বর্ত্য সাধু বলেন, ‘কমলপুর, হরেকৃষ্ণপল্লি, ক্ষুদিরামপল্লি, মসজিদপাড়া, এমএম তরাই, সন্ন্যাসী, হাতিঘিসা, অটল, পানিঘাটার কাছে বালাসন নদী, খ াপরাইল সংলগ্ন রোহিণী নদী, রক্তি নদীর ঘাটগুলিতে কলা গাছের লোভে রাতে হাতি হানা দিতে পারে। হাতি হানা দিলে বেদিগুলো তছনছ হয়ে যেতে পারে। এজন্য বন বিভাগের তরফে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিউআরটি টিমে ৫ জন করে বনকর্মী রাখা হবে। এছাড়া জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি (জেএফএমসি) সদস্যদের নিয়েও টিম করা হয়েছে। বনকর্মীরা টিমে রয়েছেন। পটকা এবং গানম্যান রয়েছেন টিমে। কমলপুর ছটঘাটের আয়োজন করে থাকে জাগৃতি স্পোর্টিং ক্লাব। এই ক্লাবের সভাপতি অম্বুজ রায় বলেন, ‘শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামীণ এলাকার মধ্যে কমলপুর ছটঘাটই বড়। এখানে প্রতি বছর ৫ শতাধিক বেদিতে পুজো হয়। প্রচুর সংখ্যক কলা গাছ দিয়ে বেদি সাজানো হয়। লাইট লাগানো হয়। কলা গাছের লোভে হাতি হানা দিলে সব কিছু লন্ডভন্ড হয়ে যেতে পারে। বনকর্মীরা যদি পাহারা দেন, তাহলে



দুর্লভ ‘বাঘচাবা’ ফলের টানে ভিড় চোপড়ার আমবাড়ির মেলায়



চোপড়াঃ দেখতে অনেকটা সাধারণ আলুর মতো হলেও স্বাদে মেলে মিঠে রাঙা আলুর মিষ্টি ছোঁয়া। আর কেজিপ্রতি দাম প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ টাকা! বছরে কেবল নির্দিষ্ট একটি সময়েই দেখা মেলে দুর্লভ এই ‘বাঘচাবা’ বা ‘বাঘছাপা’ ফলের। আর এই ফলের টানেই প্রতি বছর উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের আমবাড়ির বিশেষ পুজো ও মেলায় দূরদূরান্ত থেকে ভিড় জমান হাজারো পুণ্যার্থী ও ভোজনরসিক মানুষ। চোপড়া ব্লকের হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়িতে কালীপুজোর পর মঙ্গলবার গোবর্ধন পুজোর দিন দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী মেলায় রাতভর পালাগানের আসরের পাশাপাশি প্রতি বছরের মতো এবারও মূল আকর্ষণ ছিল এই ‘বাঘচাবা’।

মেলায় বাঘচাবা কিনতে আসা স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ নাসিরউদ্দিন জানান, তপ্রতিবারই এই মেলা থেকে বাঘচাবা কিনি। সেদ্ধ করে খেতে স্বাদ অনেকটা রাঙা আলুর মতো এবং বাড়ির সবাই এটি খুব পছন্দ করে। গত বছর আসতে না পেরে এবার কেবল এই ফল কিনতেই মেলায় হাজির হয়েছেন দীপেন সিংহ নামে অপর এক দর্শনার্থী।

বিক্রেতাদের দাবি, এ দিন মেলায় দেখতে দেখতে প্রায় তিন কুইন্টাল বাঘচাবা বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বাঘচাবার এই জনপ্রিয়তার নেপথ্যে রয়েছেন এলাকার হাতেগোনা ৮ থেকে ১০টি প্রবীণ কৃষক পরিবার। ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের এই কয়েকটি পরিবারই যুগের পর যুগ ধরে ঐতিহ্য বজায় রেখে বাঘচাবার চাষ করে আসছেন। জমি থেকে ফল তোলার পর বাড়িতে তা সেদ্ধ করে মেলায় বিক্রির জন্য নিয়ে আসা হয়। ৭০ বছর বয়সী চাষি মোহিনী সিংহ জানান, তাঁর বাবাও বাঘচাবার চাষ করতেন এবং তিনি এখনও সেই ধারা বজায় রেখেছেন। বিক্রেতা উপেন সিংহ ও আমবাড়ি পুজো কমিটির সম্পাদক অশোক সিংহ জানান, কেবল এই আমবাড়ির মেলাই হলো বাঘচাবার একমাত্র মূল বাজার; অন্য কোথাও এর তেমন বাণিজ্যিক বিক্রি বা পরিচিতি নেই।

কৃষকদের মতে, বাঘচাবার গাছ দেখতে অনেকটা পানের লতার মতো। বীজ বপনের পর ফলন পেতে প্রায় ছয় মাস সময় লাগে। প্রতিটি লতার গোড়ায় প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রাম করে ফল পাওয়া যায় এবং এই ফলের বীজ থেকেই পরের বছর আবার নতুন করে চাষ হয়। স্থানীয়দের অনেকের বিশ্বাস, বাঘচাবা খেলে নানা শারীরিক ব্যাধি দূর হয়। এ বিষয়ে ইসলামপুর মহকুমার কৃষি অধিকর্তা ডঃ মেহফুজ আহমেদ জানান, তএটি সাধারণ কোনো আলু নয়, এটি মূলত এক ধরনের বুনো কন্দজাতীয় উদ্ভিদ। গায়ে বাঘের থাবার মতো লম্বাটে দাগ বা ছাপ থাকার কারণে একে ‘বাঘছাপা’ বলা হয়ে থাকে। সাধারণত জঙ্গলের ধারে, বাঁশঝাড় বা বড় গাছের গোড়ায় এগুলি জন্মায়। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স, দার্জিলিং পাহাড়ের পাদদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ি এলাকায় এর দেখা মেলে। এই কন্দের বিশেষ ঔষধি গুণও রয়েছে।

রাজ্যে ধর্মীয় পর্যটনে জুড়ছে জঙ্গলমহলের ‘মুক্ত জাদুঘর’!

জঙ্গলমহলঃ রাজ্যের ধর্মীয় পর্যটনে জুড়ছে জঙ্গলমহলের ‘মুক্ত জাদুঘর’ পুরুলিয়ার পাকবিড়রা। আনুমানিক নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর বৃহৎ জৈন তীর্থক্ষেত্রকে রিলিজিয়াস ট্যুরিজমের মধ্য দিয়ে রাজ্যের তীর্থক্ষেত্র সার্কিটে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা তা নিয়েও ভাবনা-চিন্তা চলছে প্রশাসনের অন্দরে। তবে বনমহল পুরুলিয়ার পুঞ্চার এই পাকবিড়রাকে রিলিজিয়াস ট্যুরিজমের পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত। তৃণমূল জমানায় পাকবিড়রাকে ঘিরে রাজ্য পর্যটন বিভাগ বেশ কিছু টাকা বরাদ্দ করে পর্যটনের চেহারা দিতে চাইলেও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে সেভাবে পর্যটক টানতে পারেনি। রাজ্যের তীর্থক্ষেত্র সার্কিটে আগামী দু’বছরের জন্য ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের পর জঙ্গলমহলের এই জেলার ওই সব মূর্তিকে এক ছাদের তলায় নিয়ে এসে জেলায় একটি সংগ্রহশালারও দাবি উঠেছে। পুঞ্চার পাকবিড়রাকে রিলিজিয়াস ট্যুরিজম হিসাবে তুলে ধরতে কত টাকা বরাদ্দ হবে? কীভাবে তৈরি হবে ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর সঙ্গে কথা বলে তারপর ডিপিআর পাঠানো হবে রাজ্যে। কারণ গত ২০ সেপ্টেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পুরুলিয়ায় এসে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে রিলিজিয়াস ট্যুরিজমের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তারপরেই প্রশাসন ‘মুক্ত জাদুঘর’ পাকবিড়রাকে বেছে নেয়। পুঞ্চার ওই এলাকার স্থাপত্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণেই পুরুলিয়া ‘মুক্ত জাদুঘর’ নামে পরিচিত। বৃহৎ জৈন পরিমণ্ডলের পাকবিড়রা মূল কেন্দ্র হলেও তাকে ঘিরে পুঞ্চা ব্লকের ধাদকি, বারমেস্যা, লাখরা, বুদপুর, তুষামা, লাথনডুঙরি এবং সন্নিহিত ছড়া ব্লকের বড়গ্রাম জুড়ে এখনও জৈন স্থাপত্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। পাকবিড়রাতে সাড়ে ৭ ফুটের ছ’নম্বর তীর্থঙ্কর পদ্মপ্রভ-র কালো রঙের গ্রানাইটের যে মূর্তি আছে তা আর রাজ্যে কোথাও নেই। এখানকার মানুষজন ওই তীর্থঙ্করের মূর্তিকে কালভৈরব হিসাবে পুজোও করেন। এই পাকবিড়রাতে আগে ২৪ জৈন তীর্থঙ্করের ২৪ টি দেউল ছিল। যা এখন নেমেছে মাত্র তিনটিতে। ঋষভনাথ, পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ, কুন্থুনাথ, বিমলনাথ, চন্দ্রপ্রভ এবং নেমিনাথের মূর্তি এখানে রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি মূর্তি রয়েছে ঋষভনাথের।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 22:29 Page 7

বালোচ বিদ্রোহীদের হামলায় কাঁপল

পাকিস্তান

কোয়েটা-করাচি হাইওয়েতে ভয়ংকর বিস্ফোরণ, উড়ল সেতু

বালোচ বিদ্রোহীদের হামলায় ফের কাঁপল পাকিস্তান! কোয়েটা-করাচি হাইওয়েতে ভয়ংকর বিস্ফোরণ। জানা যাচ্ছে, হামলায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু। এর জেরে দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি মাস্তুং জেলার খাদকোচা এলাকায় হামলা চালায় বালোচ বিদ্রোহীরা। নিশানা করা হয় কোয়েটা-করাচি হাইওয়েকে। সেখানকার কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

বালোচ বিদ্রোহীদের হামলায় ফের কাঁপল পাকিস্তান! কোয়েটা-করাচি হাইওয়েতে ভয়ংকর বিস্ফোরণ। জানা যাচ্ছে, হামলায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু। এর জেরে দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি মাস্তুং জেলার খাদকোচা এলাকায় হামলা চালায় বালোচ বিদ্রোহীরা। নিশানা করা হয় কোয়েটা-করাচি হাইওয়েকে। সেখানকার কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এর ফলে সড়ক পথে দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। এই হাইওয়েটি বালোচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার সঙ্গে পাকিস্তানের বৃহত্তম শহর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র করাচিকে যুক্ত করে।

এই হামলার জেরে দুই শহরের মধ্যে পণ্য পরিবহন ঘিরেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এর আগে পাক সেনাদের নিশানা করতেন বালোচ বিদ্রোহীরা। কিন্তু এবার পাকিস্তান সরকারকে ভাতে মারতে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতেও হামলা চালাচ্ছে তারা। উল্লেখ্য, বালোচিস্তানের পাকিস্তানি শাসনের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছে বালোচ লিবারেশন আর্মি। গত ১১ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ঘোষণা করেছে বালোচিস্তান। বিদ্রোহীরা দাবি করেন, বালোচিস্তানের ৮৫ শতাংশ এলাকা তাঁদের নিয়ন্ত্রণে। বিরাট সেনাবল নিয়ে লড়াইয়ে নেমেও এই অঞ্চলে রীতিমতো নাকানি চোবানি খেতে হচ্ছে পাক সেনাকে। এই অবস্থায় পালটা গুমখুন, হত্যা ও ধর্ষণের মতো অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে বিদ্রোহের আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে ইসলামাবাদ। বিশেষ করে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর তৈরি হওয়ার পর থেকেই আরও অশান্ত হয়ে উঠেছে বালোচিস্তান। অভিযোগ, খনিজ সমৃদ্ধ প্রদেশটিকে কার্যত লুট করছে পাক প্রশাসন। প্রতিদানে বালোচ জনতা পেয়েছে শুধু নির্যাতন ও দারিদ্র। তারই প্রতিবাদে স্বাধীনতার মরণপণ লড়াইয়ে নামে সেখানকার মানুষ।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 12-11-2026 22:29 Page 8

নয়া কোচ আনছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড



নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বুধবারই কি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে এবারের মতো শেষ হতে চলেছে মাইকেল ক্যারিক-পর্ব? সূত্রের দাবি, ক্যারিককে ছেঁটে ফেলার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বোর্ড। তাঁর পরিবর্তে প্রাক্তন কোচ মরিসিও পোচেত্তিনোকে সম্ভাব্য কোচ হিসাবে ভাবা হচ্ছে। গত মরশুমের মাঝে ইউনাইটেডের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ক্যারিক। ঘরের ছেলের কোচিংয়ে অনেকটাই উন্নতি হয়েছিল দলের পারফরম্যান্সে। কিন্তু চলতি মরশুমে একেবারেই ছন্দে নেই দল। প্রিমিয়ার লিগে দশ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ১৮ নম্বরে রয়েছে ইউনাইটেড, অবনমনের আওতায়। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মতো ক্লাবের জন্য অবনমনের আওতায় থাকাটা মোটেই সম্মানের নয়। শেষ কবে দশ রাউন্ডের শেষে এহেন অবস্থানে ছিল ম্যাঞ্চেস্টারের ক্লাবটি, সঠিকভাবে বলতে ব্যর্থ অতি বড় সমর্থকও। সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও বলার মতো পারফরম্যান্স নেই ক্যারিকের দলের। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত কার্যত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে বলেই খবর। বুধবার বোর্ড মিটিং রয়েছে ইউনাইটেডের। সেখানে থাকবেন গ্লেজার্স পরিবারের ছয় সদস্য এবং জিম রাটক্লিফ। মালিকপক্ষের সব অংশের উপস্থিতিতে কোচ ক্যারিককে বিদায় করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেওয়া হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ক্যারিকের উত্তরসূরিও একপ্রকার চূড়ান্ত করে ফেলেছে ইউনাইটেড ম্যানেজমেন্ট। আর্জেন্টাইন কোচ মরিসিও পোচেত্তিনোর সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছে তাদের। যদিও তিনি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোচ। এবং দু'পক্ষের চুক্তি রয়েছে ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত। ফলে পোচেত্তিনোকে কোচ করার জন্য ১০ মিলিয়ন ইউরো ট্রান্সফার ফি দিতে হতে পারে ইউনাইটেডকে। যা বর্তমানে ঋণে জর্জরিত ক্লাবের কাছে চাপের বিষয়।

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে ফের ভারত-পাকিস্তান মহারণ



নিজস্ব প্রতিনিধিঃ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে ফের ভারত-পাকিস্তান মহারণ। ওমানে সেমিফাইনালে ভারত হারিয়েছে আফগানিস্তানকে। ঈশান সুদদের বোলিং বিক্রমের পর দাপট দেখাল লক্ষ্য রায়চন্দানি ও আর্যবীর শেহওয়াগরা। ৭৯ বল বাকি থাকতেই ৮ উইকেট হাতে নিয়ে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। অন্যদিকে পাকিস্তান উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশকে। ফলে ফাইনালে ফের ভারত-পাক যুদ্ধ। উল্লেখ্য, গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানের কাছে হেরেছিল ভারত। তাই আর্যবীরদের কাছে এবার বদলার লক্ষ্য। এদিন ওমানের মাঠে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় আফগানিস্তান। শুরু থেকেই আটসাঁট বোলিং করতে থাকে ভারতীয়রা। আগের ম্যাচেই নজর কেড়েছিলেন তরুণ পেসার ঈশান সুদ। এদিনও তিনি গতিতে আফগান ব্যাটারদের পরাস্ত করেন। ৪৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন। অন্যদিকে আর্য সাভসানি ২৯ রান দিয়ে ২ উইকেট পান। শেষমেশ নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ২২৭ রান তোলে আফগানিস্তান। হাফসেঞ্চুরি করে নোমান সালারজাই ও শাহ ফয়সল রাহিমি। এই রান তুলতে অসুবিধা হয়নি ভারতের ছোটদের। এশিয়া কাপে রানের মধ্যে আছেন অধিনায়ক লক্ষ্য। এদিন প্রথম থেকেই ঝড় তোলেন। আফগান বোলারদের নিয়ে রীতিমতো ছিনিমিনি খেলতে থাকেন তিনি। ৯০ বলে ৯৩ রান করেন। অল্পের জন্য সেঞ্চুরি মিস হয়। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১৩টি চার ও ১টি ছক্কা। অন্যদিকে হাফসেঞ্চুরি করেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগের পুত্র আর্যবীরও। আগের ম্যাচে ১৬০ রানের ইনিংস খেলেন। এদিন অবশ্য প্রথম দিকে খুব একটা স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। বিশেষ করে পেসারদের সামনে। তবে বাবার মতো স্পিনারদের বলে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দেন। টানা ছক্কা হাঁকিয়ে হাফসেঞ্চুরি করেন। শেষ পর্যন্ত ৫৭ বলে ৫১ রান করে আউট হন। তাঁর ইনিংস ছিল ৪টে চার ও ৪টে ছক্কায় সাজানো। ৫৭ রানে অপরাজিত থাকেন ভিনিথ ভিকে। অন্য সেমিফাইনালে পাকিস্তান ৯ উইকেটে বাংলাদেশকে হারিয়ে দিয়েছে। প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ মাত্র ১৩৮ রান তোলে। জবাবে ২২ ওভারের মধ্যেই ম্যাচ জিতে যায় পাকিস্তান। আগামী শনিবার, ১৪ নভেম্বর ফাইনালে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হবে।

হার্দিক-অর্শদীপ অদলবদলে স্বস্তি খুঁজল মুম্বই-পঞ্জাব



মুম্বইঃ পেপ গুয়ার্দিওলার কৌশলের বিরুদ্ধে সরব হয়ে মাত্র এক মরসুম পরেই বার্সেলোনা ছেড়ে এসি মিলানে পাড়ি দিয়েছিলেন জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচ। আইপিএলের দলবদলের বাজারেও এখন সেই একই সমীকরণ কাজ করছে। কোনও ক্রিকেটার এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে দূরত্ব তৈরি হলে তবেই কেবল প্রথম সারির ভারতীয় তারকাদের হাতবদল সম্ভব হয়। হার্দিক পান্ডিয়া এবং অর্শদীপ সিংহের ক্ষেত্রে ঠিক সেটাই ঘটল। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সামান্য ছন্দপতনের জেরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বা পঞ্জাব কিংস কেউই তাঁদের এই দুই সম্পদকে ছাড়ত না। কিন্তু দু'পক্ষের পারস্পরিক অসন্তোষ চরমে পৌঁছনোয় শেষ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী দীর্ঘ আলোচনার পর এই হাই-প্রোফাইল অদলবদলে সিলমোহর পড়ল। গুজরাত টাইটান্স ছেড়ে মুম্বইয়ে হার্দিকের প্রত্যাবর্তন শুরু থেকেই সুখকর ছিল না। বিশেষ করে ২০২৪ সালে দলের সিনিয়র ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে। পরে টিম ম্যানেজমেন্টের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়া গেলেও এবং এর মাঝে দেশের হয়ে দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতলেও, হার্দিকের নেতৃত্বে টানা তিন মরসুম চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়নেরা। ফলে তাঁর বিদায় কার্যত নিশ্চিতই ছিল। অন্য দিকে, পঞ্জাব শিবিরে অর্শদীপকে নিয়ে মূলত শৃঙ্খলাজনিত সমস্যার কথা শোনা যাচ্ছে। পঞ্জাবের প্রধান কোচ রিকি পন্টিংয়ের কথাই সেখানে শেষ কথা। ২০১৫ ও ২০১৬ সালে মুম্বইয়ে পন্টিংয়ের অধীনে খেলার সুবাদে অস্ট্রেলীয় কিংবদন্তির সঙ্গে হার্দিকের সুসম্পর্কই এই লেনদেনের পথ আরও মসৃণ করেছে। এই চূড়ান্ত চুক্তির আগে অবশ্য পর্দার আড়ালে আরও নানা অঙ্ক কষা হয়েছিল। পঞ্জাব প্রথমে মার্কো জানসেনের প্রস্তাব দিলেও মুম্বই পাল্টা যুজবেন্দ্র চহালকে দাবি করায় সেই আলোচনা ভেস্তে যায়। আবার হার্দিকের প্রাক্তন দল গুজরাতের সঙ্গে কথাবার্তায় মুম্বই কাগিসো রাবাডাকে চেয়ে বসায় তা আর এগোয়নি। এমনকি রাজস্থান রয়্যালসের যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়েও খোঁজখবর নিয়েছিল মুম্বই। তরুণ তুর্কি বৈভব সূর্যবংশীর উত্থান এবং অধিনায়ক হিসেবে রিয়ান পরাগকে বেছে নেওয়ায় যশস্বীও দল ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, যদিও কোচ কুমার সাঙ্গাকারার সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের কারণে রাজস্থান তাঁকে ধরে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত রোহিত শর্মা, রায়ান রিকেলটন, তিলক বর্মা ও সূর্যকুমার যাদবদের নিয়ে গড়া শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপে ভরসা রেখে একজন প্রথম সারির পেসারকেই বেছে নেয় মুম্বই। আর্থিক সমীকরণেও এই দলবদল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অর্শদীপের আঠারো কোটি টাকার মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হার্দিকের পারিশ্রমিকও ষোলো কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে আঠারো কোটি টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি আগামী নিলামের আগে মার্কাস স্টয়নিস এবং ট্রেন্ট বোল্টকে ছেড়ে দিয়ে যথাক্রমে এগারো কোটি ও সাড়ে বারো কোটি টাকা নিজেদের তহবিলে যোগ করার সুযোগও তৈরি করে রাখল পঞ্জাব ও মুম্বই।

ঘর গোছাতে কোমর বাঁধছে গুজরাত



আমদাবাদ ঃ গত মরসুমে একটুর জন্য হাতছাড়া হয়েছিল দ্বিতীয় খেতাব। ফাইনালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হারের সেই ক্ষত ভুলে আগামী ২০২৭ আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হতে মরিয়া গুজরাত টাইটান্স। লিগ পর্বে চোদ্দোটি ম্যাচের মধ্যে ন'টিতে জিতে দাপটের সঙ্গে ফাইনালে উঠলেও শেষের ওভারগুলির দুর্বলতাই ডুবিয়েছিল শুভমন গিলের দলকে। পরিসংখ্যান বলছে, গত মরসুমে ডেথ ওভারে গুজরাতের রান তোলার গতি ছিল গোটা প্রতিযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে কম, ওভারপ্রতি মাত্র ১০.১৪। অন্য দিকে, শেষের ওভারগুলিতে বোলাররা খরচ করেছেন ওভারপ্রতি ১১.৬৭ রান, যা প্রতিযোগিতায় তৃতীয় সর্বোচ্চ। ব্যাটিং ও বোলিং; দুই বিভাগেই ম্যাচ শেষ করার এই ব্যর্থতা কাটাতেই এ বার দল ধরে রাখা এবং ছেড়ে দেওয়ার কঠিন অঙ্কে নেমেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি। ইতিমধ্যেই দলবদলের বাজারে অশোক শর্মার বিনিময়ে ফিনিশার আশুতোষ শর্মাকে নেওয়ার জন্য গুজরাত ঝাঁপিয়েছে বলে জোর জল্পনা। তবে দলের মূল স্তম্ভগুলিতে কোনও রকম আঁচড় লাগতে দিতে নারাজ তারা। ব্যাটিংয়ের শীর্ষ তিন স্তম্ভ; অধিনায়ক শুভমন গিল, সাই সুদর্শন এবং জস বাটলার গত মরসুমে রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। শুভমন ৭৩২, সুদর্শন ৭২২ এবং বাটলার ৫২৬ রান করে দলকে নির্ভরতা দিয়েছেন। ব্যাটিং অর্ডারে উপরে তুলে এনে সুফল মিলেছে ওয়াশিংটন সুন্দরের ক্ষেত্রেও, যাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৩৭৭ রান। বোলিং বিভাগে ২৯ উইকেট নিয়ে বেগুনি টুপি জেতা কাগিসো রাবাডা, রশিদ খান, মহম্মদ সিরাজ এবং জেসন হোল্ডারকে নিয়ে গড়া আক্রমণভাগও অটুট থাকছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে হোল্ডারকে নেওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে গুজরাত ইতিমধ্যেই সেই বার্তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। তবে নিলামের আগে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে ছেড়ে দেওয়ার পথে হাঁটতে পারে টাইটান্স শিবির। সেই তালিকায় সবার উপরে রয়েছেন শাহরুখ খান। প্রায় চার কোটি টাকা দামের এই ফিনিশার গত মরসুমে পাঁচটি ইনিংসে মাত্র ৪৩ রান করে চূড়ান্ত হতাশ করেছেন। রাহুল তেওয়াটিয়াকে নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অলরাউন্ডার হিসেবে দলে থাকলেও তিনি এখন প্রায় বলই করেন না, আর গত বার ১৯০ রান করলেও ফিনিশার হিসেবে তাঁর ছন্দ নিয়ে সংশয় রয়েছে। এ ছাড়াও কিউই ব্যাটার গ্লেন ফিলিপস, স্পিনার সাই কিশোর এবং গত মরসুমে একটিও ম্যাচ না খেলা টম ব্যান্টনকে নিয়ে দোটানায় রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। শক্তিশালী মূল কাঠামো বজায় রেখে শেষের ওভারগুলির ফাঁকফোকর ভরাট করাই এখন গুজরাতের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।